**বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস ২০০৯ উপলক্ষ্যে ইক্যুইটিবিডি'র অবস্থানপত্র**

# জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুতদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পরিবেশীয় দেনার শোধ চাই।

## ১. সংক্ষিপ্ত সার

১৯৯০ এর IPCC এর প্রথম নিরুপন প্রতিবেদনে বলা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব হবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ও স্থানান্তরণ। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ১৫০ মিলিয়ন লোক জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে মরুময়তাবৃদ্ধি, সুপেয় পানির দুস্প্রাপ্যতা, ক্রমবর্ধমান বন্যা ও ঝড় ইত্যাদি কারণে স্থানান্তরীত হতে পারে। এছাড়াও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে স্থানান্তরণে বাধ্য হবে এমন জনমানুষের সংখ্যা IPCC অনুমিত সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এ প্রেক্ষাপটে অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসর Norman Myers বলেছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট 'চরম ঘটনা' যেমন মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা-বন্যা বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে স্থানান্তরণে বাধ্য হওয়া জনমানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ও বাধ্যতামুলক স্থানান্তরণের এই সংখ্যা জাতিসংঘ কতৃক নিবন্ধনকৃত উদ্বাস্তু এবং অভ্যন্তরিণভাবে স্থানচ্যুতদের বর্তমান সংখ্যার চেয়ে ১০গুণ বেশি। হিসেবটা এরকম যে, বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরণে বাধ্য হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ এর উদ্বাস্তু সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদে 'উদ্বাস্তু' শব্দটি ব্যবহারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতদেরকে "জলবায়ু উদ্বাস্তু" হিসেবে অভিহিত করতে অনেকের আপত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) এবং Internional Organization for Migration (IOM) বলছে যে, আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন অনুসারে জলবায়ু উদ্বাস্তু ও পরিবেশগত উদ্বাস্তু শব্দগুলো ব্যবহারের কোন আইনগত ভিত্তি নাই। তাদের মতে, পরিবেশীয় বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে 'উদ্বাস্তু' শব্দটির ব্যবহার ১৯৫১ এর উদ্বাস্তু সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত প্রকৃত উদ্বাস্তুদের ভুলভাবে উপস্থাপন করবে। UNHCR এর কথিত ম্যান্ডেট অনুসারে তারাই উদ্বাস্তু যারা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা রাজনৈতিক মতামতের ভিন্নতার কারণে রাষ্ট্র কতৃক সরাসরিভাবে অথবা রাষ্ট্র সমর্থিত কর্মকান্ডের ফলে নিজদেশে বসবাস অনিরাপদ মনে করে এবং জীবনের নিরাপত্তার জন্য নিজ ইচ্ছায় স্বদেশ ছাড়তে আন্তর্জাতিক আইনের সহযোগিতা চায়।
উদ্বাস্তুর আইনগত সংজ্ঞা ও 'উদ্বাস্তু' শব্দটি ব্যবহারের আইনগত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে কিছু আর্ন্তজাতিক সংগঠন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদেরকে 'পরিবেশগত কারণে উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তি' বলতে চান, যা অনেকটা UNHCR এর IDP (Environmentally Displaced Persons) মেন্ডেট এর সাথে সংগতিপুর্ণ।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীর দরিদ্রদেশগুলোর দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী বাস্তভিটা হারবে, স্থানান্তরণে বাধ্য হবে । এসমস্ত দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী নিজদেশে বসবাস অনিরাপদ মনে করে না; বিশ্বের ধনিক শ্রেণীর অনিয়ন্ত্রিয় কর্মকান্ড ও মাত্রাহীন ভোগবিলাস দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা বিপর্যস্থ করেছে, তাদেরকে স্থানান্তরণে বাধ্য করছে। উন্নত দেশগুলোর উচ্চহারের কার্বন উদগীরণ এবং নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাত্রার ফলে যেসমস্ত জনগোষ্ঠী স্থানান্তরণে বাধ্য হবে সেমসস্ত জনগোষ্ঠীকে ভিন্ন ও মর্যাদাপুর্ণ Status দেয়া উচিত । তাদেরকে 'বিশ্বজনীন ন্যাচারাল পার্সন (Universal Natural Person) হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ; যাদের পৃথিবীর সব জায়গায় বিশেষ করে উন্নতদেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুর্ণবাসনের অধিকার থাকবে । তাদের কাছে উন্নতদেশের জনসাধারণ এবং উচ্চ মাত্রায় কার্বন উদগীরণকারী দেশগুলো পরিবেশগত দেনায় (Ecological Debt) আবদ্ধ । দরিদ্র দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃস্ট দুর্ভোগ ও দুর্যোগ অভিঘাত মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রদান ও বাধ্যতামুলকভাবে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পুর্ণবাসনের মাধ্যমে এ দেনা শোধ করতে হবে। আমাদের এ দাবী জাতিসংঘের মানবাধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদের ঘোষণাসমুহ এবং IPCC/UNFCCC এর Polluter Pay Exploiter Pay Principle-এর সাথে সংগতিপুর্ণ। আমরা চাই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে জাতিসংঘ বা UNFCCC ( United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর আওতাধীনে বাধ্যতামুলক স্থানান্তরিতদের জন্য একটি পৃথক আইনগত সনদ প্রণয়ন করা হউক।

## ২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরণঃ একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার ফলাফল স্থানীয় কারণে সৃষ্ট নয়

জলবায়ু পরিবর্তন জনমানুষের বাস্তুচ্যুতি ও স্থানান্তরণকে তিনভাবে প্রভাবিত করবে। **প্রথমত:** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে কিছু এলাকায় খরা ও মরুময়তার সৃস্টি করবে, কৃষি উৎপাদনের উৎকর্ষতা কমাবে, Ecosystem Service- বিশেষ করে সুপেয় পানির উৎস এবং জমির উর্বরতাকে বিনষ্ট করবে। **দ্বিতীয়ত:** জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া সম্পর্কিত দুর্যোগ এবং 'চরম ঘটনা' যেমন মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা ইত্যাদি সংগঠনের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়বে। যেগুলো ব্যাপক সংখ্যক জনমানুষের স্থানান্তরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। **তৃতীয়ত:** সমুদ্রপৃস্টের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক জোয়ারের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়বে ফলে উপকূলীয় এলাকার উৎপাদনশীল কৃষি জমি স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হবে। উপকূলীয় নীচু এলাকা থেকে ব্যাপক সংখ্যক জনমানুষের স্থানান্তরণ ঘটবে।

IPCC এর চতুর্থ নিরুপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈরী ভৌগলিক পরিবেশ, সীমাবদ্ধ সম্পদ, জলবায়ু নির্ভর সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠী তুলনামুলক হারে বেশি দুর্ভোগ ও ক্ষতিগ্রস্থতার সম্মুখীন হবে। এক্ষেত্রে কিছু প্রভাব হবে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরানো সমস্যাগুলো আরো গভীরতর হবে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার নিম্নাঞ্চল ও দ্বীপসমুহ তীব্র বন্যা ও উষ্ণমন্ডলীয় সাইক্লোনে (Tropical Cyclone) আক্রান্ত হবে। অন্যদিকে, সমুদ্র পৃস্টের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৮ শতাংশ এলাকার নিমজ্জন ঘটবে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশকে বিপদগ্রস্থ করবে। নীচু এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে । জলবায়ু পরিবর্তনের এসমস্ত প্রভাব দেশের উপকূলীয় এলাকার জনগনকে শহুরে বস্তি এলাকায় স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করবে। এক হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র ১-২ ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাংলাদেশের ৩৫ মিলিয়ন লোককে বাস্তুচ্যুত ও স্থানান্তরনে বাধ্য করবে। সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি বস্তুতই উপকূল-প্রধান দেশ এবং নীচু এলাকার লোকদের বেঁচে থাকার এক চ্যালেঞ্জ । বস্তুত: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জনমানুষের বাধ্যতামুলক স্থানান্তর একটি বৈশ্বিক সমস্যার ফল তাই এদের সুরক্ষা প্রদানকেও বৈশ্বিক দায়িত্ব হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।

## 3. Rjevq DØv¯ ev Af¨šixbfv‡e ev¯P¨Z e¨w³ t bZb AvBbMZ ¯xKwZi c‡qvRbxqZv

Internally Displaced Persons (IDPs) বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয় যারা প্রাকৃতিক বা মানুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে স্থানান্তরিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরেই অন্যত্র আশ্রয় নেয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনগুলোর আলোকে প্রণীত নীতিমালা অনুসারে Internally IDPs-দের সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারই করে থাকে। এক্ষেত্রে যখন কোন বাধ্য হওয়া বাস্তচ্যুত ব্যক্তি জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় তখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র

হয়তো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের দায়িত্ববোধ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃস্ট বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদের নিজ দেশের সীমানা অতিক্রম করে অন্যদেশে অনুপ্রবেশের কোন আইনগত বৈধতা নেই। অবার জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব ও সমুদ্রপৃস্টের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে কোন কোন দেশের ব্যাপক আয়তনের স্থলভাগ অথবা সম্পূর্ণ স্থলভাগের নিমজ্জন ঘটলে ঐ দেশের সম্পূর্ণ জনমানুষের অন্যদেশে স্থানান্তরন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। তবে, যতক্ষন না পর্যন্ত বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদের অধিকার ও পুনর্বাসনের ধারাগুলো নতুনভাবে রচিত হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিরা নিজ ও অন্য দেশে চরম দুর্ভোগ ও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হবে।

অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তুচ্যুত লোকেরা হয় কোন উদ্বাস্তু শিবির বা কোন শহুরে বস্তি তে আশ্রয় নেয়, যেখানে তারা অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে প্রকট স্বাস্থ্য সমস্যা, অপ্রতুল খাদ্য সরবারহ ইত্যাদি সমস্যায় পতিত হয়। অভ্যন্তরীন স্থানান্ত রণে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত থেকে কতিপয় উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন- ১৯৯১ এর সাইক্লোন পরবতীকালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পুর্ব উপকুলের দ্বীপ কতুবদিয়া থেকে প্রায় ২০০০০ বাস্তুচ্যুত লোক নিকটবর্তী কক্সবাজার শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা সবাই বসতি ও জীবন-জীবিকার সব উপায় হারিয়ে বর্তমানে 'কুতুবদিয়া পাড়া' নামে এক শহুরে বালিময় বস্তিতে বসবাস করছে। যদি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসহ জাতিসংঘ ঘোষিত অন্যান্য সনদ সমুহকে সামনে নেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে যে- রাষ্ট্র তাদের জন্য মৌলিক মানবিক সেবাসমুহ নিশ্চিত করছে না। এখনো ঐ দ্বীপ থেকে লোকজন স্থানান্ত রিত হচ্ছে, কারণ সমুদ্রপৃস্টের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দ্বীপটি ক্রমান্বয়ে সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে জীবিকার সংকুলান করতে না পেরে অনেকেই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতি এবং অভ্যন্তরীন ও আন্ত-সীমানা স্থানান্তরণ অভিস্যম্ভাবীভাবে বাড়বে। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি সাত জনে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানান্তরিত হবে। সম্পুর্ন অন্যায্য ও মানবসৃস্ট একটি বৈশ্বিক সংকটের ফলে যেসমস্ত জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত হবে ও অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তরণে বাধ্য হবে তাদের সুরক্ষার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী।

### ৪. মানবাধিকারের আইনগত কাঠামোঃ জলবায়ুর কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্ত রীতদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা নেই

বস্তুত: প্রচলিত আইনি কাঠামো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানান্তরণে বাধ্য হওয়া জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য যথেষ্ঠ নয়। বর্তমানে যেসমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো রয়েছে সেগুলো মুলত: দ্বন্দ্ব ও নিপিড়নের কারণে উচ্ছেদ হওয়া স্থানান্তরিতদের জন্য। এটা খুবই অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানান্তরনে বাধ্য হওয়া জনগোষ্ঠীর ব্যাপকতা বিশ্বের 'উদ্বাস্তু' সংখ্যার চাইতে ১০ গুণ বেশী হলেও এ সংকট মোকাবেলার জন্য কোন আইনি কাঠামো এখন পর্যন্তও প্রণীত হয়নি। উদাহারণ স্বরুপ- ১৯৫১ এর সনদ অনুসারে উদ্বাস্তুদের সুরক্ষার জন্য UNHCR এর ম্যান্ডেট হচ্ছে, রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে তাদের সুরক্ষা দেয়া এবং উদ্বাস্তু সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করা। উক্ত সনদ অনুসারে উদ্বাস্তু হচ্ছে সেসব ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিবর্গ যারা বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শিতার ভিন্নতার কারনে নিপিড়িত বা বিতাড়িত হয়েছে, যারা নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করছে এবং যারা ভয়ে নিজ দেশে ফেরত যেতে পারছে না। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক এ সনদ কোনভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তিরতদের মৌলিক বৈশিষ্টগুলোর সাথে সঙ্গাতিপুর্ণ নয়।

### ৫. UNFCCC এর সমতার মানদন্ড ঃ বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদের ন্যায়সংগত অধিকার কোথায়?

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বায়ুমন্ডলে উদগীরণকৃত Green House Gas (GHG) এর ক্রমপুঞ্জিভবনের পরিনতি, যা বিশেষ করে শিল্প বিপ্লব পরবতী সময়কাল হতে বায়ুমন্ডলে ক্রমপুঞ্জিভুত হতে হতে সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করতে শুরু করেছে। বায়ুমন্ডলে ক্রমপুঞ্জিভুত GHG এ যুক্তরাষ্ট্রের উদগীরন ২৯%, এর পরে হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৬% এবং রাশিয়া ৮%,। অন্যদিকে সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্মিলিত উদগীরন ২৪% । ঐতিহাসিকভাবে পুঞ্জিভুত GHG উদগীরনের দায় স্বীকার করে উন্নত দেশসমুহকেই জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট উত্তরণে GHG উদগীরন হ্রাস এবং ইতোমধ্যে শুরু হওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার নেতৃত্ব দিতে হবে।

UNFCCC এর ক্যাটাগরীভুক্ত শিল্পোন্নত (Annex -1) দেশগুলোই মুলত ঐতিহাসিকভাবে ক্রমপুঞ্জিভুত GHG উদগীরণের জন্য দায়ী এবং এর প্রভাবে অযৌক্তিকভাবে ও মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। যারা GHG নির্গমনের জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়, অথবা খুবই কম দায়ী তাদেরকেই মুলত: জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সমস্ত ক্ষতিগুলো মেনে নিতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থতার সন্মুখীন হবে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের চাহিদাটাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে ।

### ৬. আমাদের দাবী সমুহ

UNFCCC র সনদ মুলত: বিশ্বের সব রাষ্ট্রই গ্রহন করেছে । জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সাধারন আর্ন্তজাতিক কর্মকাঠামো প্রণীত হলেও এতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠী বিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু বলা হয়নি। বিদ্যমান আইন এবং সনদগুলোতেও এ বিষয়ে পরিস্কার কোন ধারনা নেই যার ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদের সুরক্ষা দেয়া যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরিতদের প্রতি সুবিচারের ( justice ) ধারনা থেকে এবং ১৯৪৮ এর সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের আর্টিকেল ১৩ অনুসারে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘের উচিত এদের সুরক্ষা দেয়া। এজন্য মানবাধিকার সনদের ঘোষনা এবং UNFCCC এর সমতার নীতিমালা থেকে একটি পৃথক, স্বাধীন, আইনগত কাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাধ্য হওয়া স্থানান্তরীতদের সুরক্ষা দেবে। নিম্নোক্ত ৩ টি নীতিমালা বিবেচনায় রেখে এ ধরনের Protocol বা সনদে প্রণয়নের জন্য আমরা দাবী জনাচ্ছি।

ক. জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানান্তিরতরা কোন ভাবেই GHG উদগীরণের জন্য দায়ী নয়। সুতরাং তাদের বেলায় মর্যদাপুর্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা উচিত। এটা হতে পারে " বিশ্বজনীন সাধারন ব্যক্তি (Universal Natural Person) " যারা সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করবে।

খ. জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানান্তরিতরা যেদেশেই যাবে তাদেরকে সেখানকার স্থায়ী অভিবাসী (Parmanent Immigrants) হিসেবে গ্রহন করতে হবে।

গ. ছোট দ্বীপ ও দ্বীপরাষ্ট্র যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবজনিত কারণে তলিয়ে যাবে, সেই সব দ্বীপ ও দ্বীপরাষ্ট্রের সকল অধিবাসী ও নাগরিকদের এই সনদ বা Protocol এর আওতায় আনতে হবে।

**যাবতীয় যোগাযোগঃ**

মোঃ সামসুদ্দোহা (মোবাইল ঃ ০১৭২৯২৫৯৪৯১)
রেজাউল করিম চৌধুরী (মোবাইল ঃ ০১৭১১৫২৯৭৯২)

**ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়াকিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)**
সচিবালয়ঃ বাড়ি ৯/৪, সড়ক ২. শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭,
ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল : info@equitybd.org, ওয়েব : www.equitybd.org